BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International journal)

DOI Link :: https://doi-ds.org/doilink/07.2024-89359893/BIJMRD/Vol -2 / 5/2024/A2

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 5| June 2024| e-ISSN: 2584-1890

# বাংলা সাহিত্যে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার লোককথা ও লোকসংস্কৃতির পরিচয়, বৈশিষ্ট্য

**Tahidul Islam Mandal**

Research Scholar, Department of Bengali

RKDF University, Ranchi

**ভূমিকা:**

*লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির একটি জীবন্ত ধারা;এর মধ্য দিয়ে জাতির আত্মার স্পন্দন শোনা যায়। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমন্ডলে একটি সংহত সমাজমানস থেকে এর উদ্ভব।সাধারণত অক্ষরজ্ঞানহীন পল্লিবাসীরা স্মৃতি ও শ্রুতির ওপর নির্ভর করে এর লালন করে।মূলে ব্যক্তিবিশেষের রচনা হলেও সমষ্টির চর্চায় তা পুষ্টি ও পরিপক্কতা লাভ করে।এজন্য লোকসাহিত্য সমষ্টির ঐতিহ্য, আবেগ, চিন্তা ও মূল্যবোধকে ধারণ করে।বিষয়, ভাষা ও রীতির ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারাই এতে অনুসৃত হয়। কল্পনাশক্তি, উদ্ভাবন-ক্ষমতা ও পরিশীলিত চিন্তার অভাব থাকলেও লোকসাহিত্যে শিল্পসৌন্দর্য, রস ও আনন্দবোধের অভাব থাকে না। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে 'জনপদের হৃদয়-কলরব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। লোকসঙ্গীত, গীতিকা, লোককাহিনী, লোকনাট্য, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা ও প্রবাদ এই আটটি শাখায় ভাগ করা যায়। লোকসঙ্গীত ঐতিহ্যগতভাবে বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত গান; সাধারণত পল্লীর অনক্ষর জনগণ এর প্রধান ধারক। বিষয়, কাল ও উপলক্ষভেদে এ গানের অবয়ব ছোট-বড় হয়।ধুয়া, অন্তরা, অস্থায়ী ও আভোগ সম্বলিত দশ-বারো চরণের লোকসঙ্গীত আছে; আবার ব্রতগান, মেয়েলী গীত, মাগনের গান, জারি গান, গম্ভীরা গান ইত্যাদি আকারে অপেক্ষাকৃত বড় হয়। কবির লড়াই, আলকাপ গান, লেটো গান এবং যাত্রাগান হয় আরও দীর্ঘ, কারণ সারারাত ধরে এগুলি পরিবেশিত হয়।অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে লোককথাবালোকসাহিত্যরচিত হয়।*

**মূলশব্দ:** *লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, গীতিকা, লোককাহিনী, লোকনাট্য, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা, প্রবাদ, কল্পনাশক্তি, অভিজ্ঞতা।*

**মূল বিষয়বস্তু :**

মুর্শিদাবাদ জেলা বিশেষ একপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী। সপ্তম শতকে শশাঙ্কের পর পালযুগ তার পরে সেনযুগ করেছে মুর্শিদাবাদের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ। পরবর্তীতে পাঠান শাসক, নবাবরা জেলাকে করেছে শাসন। মুর্শিদকুলিখাঁ

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর মুর্শিদাবাদ হয়ে ওঠে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী। ইতিহাসের পাতায় যেমন 'মুর্শিদাবাদ' তেমনি লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের বিচিত্রধারায় মুর্শিদাবাদ বাংলার লোকসংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংস্কৃতির গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন শ্রী পুলকেন্দু সিংহ, শ্রী শক্তিনাথ ঝা, শ্রী নিখিলনাথ রায়, শ্রী গদাধর দে এবং শ্রী সুজিত সরকার মহাশয়। মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংস্কৃতির গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে পুলকেন্দু সিংহরচিত 'মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সংগীত ও সাহিত্য', 'মধ্যবঙ্গের লোকসংগীত', 'মুর্শিদাবাদের লোকশিল্পী', নিখিলনাথ রায় কৃত 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস', শক্তিনাথ ঝা রচিত মুসলমান সমাজের 'বিয়েরগীত', 'শ্রমসংগীত', 'বস্তুবাদীবাউল', কল্যাণ কুমার দাস সম্পাদিত 'মধ্যবঙ্গের লোকসংস্কৃতি', 'জেলাসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ মুর্শিদাবাদ' এবং 'মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার'। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ভূখণ্ডের একটি জনপদ হল নদিয়া। নবদ্বীপ নাম থেকে এই নদিয়া নামকরণ করা হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সংশয়ের কারণই নেই। ভাগীরথী নদীর পলি মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত এই অঞ্চলটি প্রথম থেকেই ছিল উর্বর। কৃষিই ছিল এই অঞ্চলের প্রধান জীবিকা। ফলে এই অঞ্চলের মানুষের মনে খুব বেশি অশান্তি ছিল না। বহু পর্যটক ও পূর্নার্থীরা এই অঞ্চলে বারবার ফিরে এসেছেন। ফলে এই অঞ্চল শিক্ষা, লোক সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল। প্রাচীন নদিয়া পূর্বে গৌড়ের অধীন ছিল। নদিয়া জেলার প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও পরবর্তী শাসনকর্তা ধর্মপাল নদিয়া জেলার দীর্ঘকালীন শাসক ছিলেন। তারপর পাল বংশের পর শুরু হয় সেন আমল। সেন বংশের শেষ রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন। সেন রাজাদের রাজধানী এই নদিয়া জেলাতেই ছিল। সেন আমলেই নবদ্বীপ তথা নদিয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ জনপদ হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। গল্প বলা বা শোনার রীতি সেই প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে।ঠাকুমা দিদিমাদের মুখে মুখে আমরা সেই ছোটবেলা থেকে গল্প শুনে আসছি।এই রীতি প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত। এজন্য লোককথার প্রথা অনেক পুরনো। গদ্যের মাধ্যমে কাহিনি বর্ণিত হলে তাকে কথা বা লোককথা বা লোককাহিনি বলা হয়ে থাকে। লোক সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট শাখা এই লোককথা যা লোকসাহিত্য ও সঙ্কৃতিকে সমৃদ্ধি করে তুলেছে। 'লোককথা' শব্দটি আশুতোষ ভট্টাচার্য (Folk Talk) শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করেন। আর যত দিন যাচ্ছে তত লোক কাহিনি, লোক গল্প প্রভৃতি শব্দ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলেছে। আজও আমাদের গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বংশানুক্রমিক ভাবে চলে আসা বা শুনে আসা কাহিনিকে কিসসা কাহিনী বলে থাকে। শুধু বাংলা কেন সারা পৃথিবী জুড়ে এগুলোর বিকাশ ঘটেছে এবং এক দেশের কাহিনির সঙ্গে অন্য দেশের কাহিনির আশ্চর্য সমজ্যস্য লক্ষ করা যায়। কার্ল টমলিনসন ও ক্যারেল লিঞ্চ ব্রাউন এর মতে লোককথা হল– "মানুষের জীবন ও কল্পনার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা গল্প গাথা হলো লোককথা।" গবেষক হেনরি গ্লাসি লোককথা সম্পর্কে বলেছেন – "ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোনকে সামনে রেখে লোককথা হলো মিথ্যা অথবা কাহিনি কিংবদন্তির সংকলন।" লোকসাহিত্য শব্দের মধ্যে রয়েছে দুটি পৃথক শব্দের একত্র সংযোগ প্রয়াস – 'লোক' এবং 'সাহিত্য'। সাহিত্যের মাধ্যমে লোকজীবনকে স্পর্শ করেছে যে সাহিত্য তাই হল লোকসাহিত্য। সাহিত্য সমালোচক ও লোকসাহিত্য বিশারদগণ এর কতগুলি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন সেগুলি হল আধুনিক সমালোচকরা উৎপত্তি স্থল বিচার করে লোকসাহিত্যের দুটি ভাগ লক্ষ্য করেছেন –গ্রামসাহিত্য ও নাগরিক সাহিত্য। পল্লিগ্রামে রচিত শিক্ষাহীন মানুষদের দ্বারা রচিত সাহিত্যকে বোঝায়। নাগরিক সাহিত্য বলতে বোঝায় নগর জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্য।

**উপসংহার :**

ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, খাদ্যাভ্যাস, বেশভূষা, সমাজরীতি-সহ সমাজ-সংস্কৃতির সম্যক পরিচয়দানে সাহায্য করে থাকে লোককথা। বহু যুগ আগের কোনো জনগোষ্ঠীর বিস্তৃত ইতিহাসের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সহায়ক হিসেবে কাজ করে লোককথা। তাই লোককথাকে বলা হয় এক জীবন্ত ও অবিনশ্বর জীবাশ্ম। মনোরঞ্জন ও শিক্ষাদানেযুগের পর যুগ ধরে লোককথার কাহিনি পাঠ করে পাঠককুল আনন্দ লাভ করে আসছে। নানা ধরনের অতিমানবিক কাহিনিগুলি পাঠকের মনোরঞ্জন করে। পাশাপাশি লোককাহিনি গুলি পরোক্ষভাবে মানুষকে শিক্ষা দেয়। লোককথাগুলির সমাপ্তিতে থাকে নানা ধরনের নীতিবাক্য। প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকেই নদিয়াও মুর্শিদাবাদ জেলা রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষাস্াংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানাভাবে উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী:


‘লোকসাহিত্যও সংস্কৃতি’– ডক্টরমানসমজুমদার

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ:নদিয়া, / তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ

মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, পঃবঃ সরকার এবং জেলাশাসক ও সমার্হতা, মুর্শিদাবাদ

প্রসঙ্গ লোকসংস্কৃত, মিলনকান্তি বিশ্বাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪



**Citation: Mandal. T. I.,** (2024) “বাংলা সাহিত্যে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার লোককথা ও লোকসংস্কৃতির পরিচয়, বৈশিষ্ট্য” *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-5, June-2024.